মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ দ্বিতীয় | বর্ষঃ প্রথম | ফেব্রুয়ারী ২০০৫

মাদক আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক অপরাধ দমন অভিযানের মাধ্যমে যেসব তথ্য বের হয়ে আসছে তা একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক। ইদানিং বিভিন্ন অভিযানে গ্রেপ্তারকৃত মাদকসেবীদের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকতাসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার পেশাজীবী ও ছাত্র-ছাত্রী, এমনকি কোন কোন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যও। ছাত্র-ছাত্রীরা মাদকাসক্ত হচ্ছে কৌতূহল কিংবা হতাশাজনিত অবক্ষয় থেকে। কিন্তু সমাজের সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত পেশাজীবীরা আসক্ত হচ্ছে কিসের টানে? যেদেশের অধিকাংশ মানুষ আজও অশিক্ষিত এবং দারিদ্রসীমার নিচে, সেদেশে যদি উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে কে রক্ষা করবে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে পিছিয়ে পড়া এই জাতিকে ।

একজন সামাজিক নেতা বা পেশাজীবীর কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। তারা পেশাগত জীবনে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তুলবেন এটাই কাম্য। আর তাদেরকেই যদি মাদক আড্ডায় পাওয়া যায় জাতির জন্য এরচেয়ে বড় কলংক আর কি হতে পারে। সম্প্রতি এক অভিযানে গ্রেফতারকৃত ৮ জন মাদকাসক্তের মধ্যে ৫ জনই পেশাজীবী। হত দরিদ্র এ দেশে এটা সত্যিই এক মর্মন্তুদ দৃশ্য। অন্যদিকে মানুষ গড়ার কারিগর নামে পরিচিত শিক্ষাগুরুরা যদি মাদকসক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তারা কি দেবে এই জাতিকে ? যারা বিপথগামী ছাত্রদের সৎপথে ফিরিয়ে আনবে তারাই যদি বিপথগামী হয়ে পড়ে তবে এদেশের ভবিষ্যৎ কোথায় ? শুধু এখানেই শেষ নয়, যারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজের অনাচার দূরীকরণে নিয়োজিত তারা যদি সামাজিক অনাচারে লিপ্ত হয় তখনই আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হয় মাদক আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

সম্পাদকের কথা

ঢাকা মহানগরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মাদক চোরা কারবারের এক শক্তিশালী মাফিয়া চক্র। বয়স, পেশা ও বিত্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ আজ এদের খপ্পরে পড়ে মাদকাসক্ত হচ্ছে। ফলে মহানগরীতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি ও চাঁদাবাজি। এসব অপরাধীদের সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন তাদেরকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করা, তা না হলে ঢাকা শহরে ছিনতাই, চুরি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ হবে না। থাকবেনা সাধারণ ও নিরীহ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা। এ অবস্থায় ঢাকা মহানগরকে মাদকমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের "অপারেশন ক্লিন স্পট"। নগরীর বিশেষ পয়েন্টে ছদ্মবেশে অপারেশন টিম নামানো হয়েছে। মোট ৮টি টিম অভিযানে অংশ নিচ্ছে। কেননা মহানগরবাসী চায় মাদকমুক্ত মহানগর।

নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা

জাতীয় যুবমেলা/২০০৪

গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারী পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় যুব দিবস/০৪ উপলক্ষে ধানমন্ডিস্থ মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে জাতীয় যুব মেলা/০৪ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা এবং ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল একটি তথ্য বিতরনী স্টলের আয়োজন করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এ স্টলে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রকাশনা বিতরণ করার পাশাপাশি সরকারিভাবে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়।

রাজধানীতে ৬০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল গত ২৬ জানুয়ারী রাতে আরামবাগ ও ফকিরাপুল এলাকায় তল্লাশী চালিয়ে মাদক পাচারের সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য সুমন ওরফে সালাউদ্দিন ও তার সহযোগী আনোয়ার হোসেনকে প্রাইভেটকারসহ গ্রেফতার করে। এসময় গাড়ীর ভিতরে বিশেষভাবে লুকানো ৬টি প্যাকেটে ৬০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সুমন জানায়, সে দীর্ঘদিন রাজশাহী ও বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রথমে ফেনসিডিল পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। পরবর্তীতে সে হেরোইন পাচারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। সে গোপীবাগ ও টিটিপাড়া এবং সিটি পল্লী বস্তিতে হেরোইন সরবরাহ করে থাকে। সে মাদক সম্রাট হক্কা মহাজন, জামাই ফারুক ও নাসিরকে হেরোইন সরবরাহ করতো। এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় হেরোইন সরবরাহ করে বলে সুমন কর্মকর্তাদের জানায়। সুমন ও আনোয়ারের বাড়ি বেনাপোল এলাকায়। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় তাদের গাড়ীর গ্যারেজ রয়েছে। মেরামতের নামে গাড়ীতে হেরোইন রাখার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

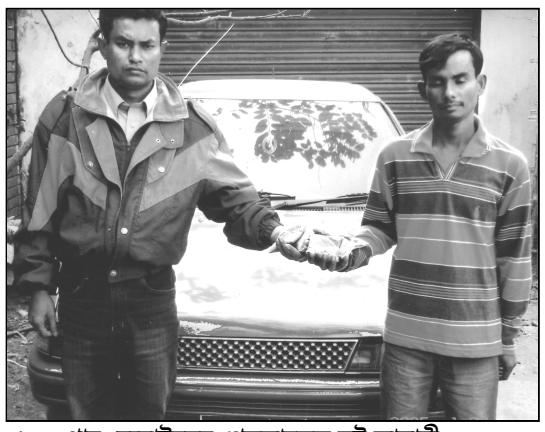

৬০০ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতারকৃত দুই আসামী

ক্যালেন্ডার, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ

প্রতি বছরের মতো গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তথ্যাবলী সম্বলিত ৮০০ (আটশত) কপি ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও ৫,৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশত) কপি পোস্টার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় মুদ্রণপূর্বক মাদকদ্রব্য নিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তর, গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং তালিকাভুক্ত এনজিও সমুহের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

গত ১৭ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানার বায়রা কলেজে মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব কামালউদ্দিন আহমেদ।

অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপরাধ দমন ও তদন্তে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শকদের জণ্য সম্প্রতি মাদক আইনের যথাযথ প্রয়োগ, অপরাধ দমন এবং তদন্তের উপর ০৪/০১/২০০৫ থেকে ০৬/০১/২০০৫ পর্যন্ত ৩ দিনের একটি নিবিড় প্রশিক্ষণ কোর্স অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় পরিচালক অপারেশনস এর তত্বাবধানে অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষকগণ এ কোর্স পরিচালনা করেন।

প্রশিক্ষণে মাদক নিয়ন্ত্রণের তাত্বিক বিষয়সমূহ ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের প্রায়োগিক দিকসমূহ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অব্যহত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য

গত জানুয়ারী মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতার কর্মে বেশ তৎপর ছিল। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরকে মাদকমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অপারেশন ক্লিন স্পটের আওতায় ৮টি বিশেষ টিমের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়। জানুয়ারী মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৪৮৫ টি এবং গ্রেফতারকৃত আসামীর সংখ্যা ৫৬২ জন। তাছাড়া জানুয়ারী মাসে মোট ২০৯ টি মামলা নিস্পত্তি হয় এবং জানুয়ারী পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৫৬০৭। । এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৯১টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১১১টি, অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৭টি। টিসাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ৯০ জন । খালাসপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৩৬ জন। অধিদপ্তরের জানুয়ারী মাসের মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৭৮	১০৯	২.১৭৪ কেজি
গাঁজা	১২৬	১৪৩	১৮৫.৬৮৪ কেজি
গাঁজা গাছ	৬	৬	৩৯ টি
গাঁজা সিগারেট	১	১	১৩০০০ টি
চোলাই মদ	১৪৯	১৫৮	২৫৯৬ লিটার
দেশী মদ	১	১	২৪.৫ লিটার
বিদেশী মদ	১৩	১৪	১৫১ বোতল
বিয়ার	১	১	২০ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৯	১১	২৪.৪লিটার
ফেন্সিডিল	৭৬	৮৮	১৯০০ বোতল
ফেন্সিডিল	০	০	২২ লিটার
তাড়ি (টোডি)	১৮	২২	৮৫০ লিটার
প্যাথিডিন	২	৩	৪৫ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	৩	৩	৩৪ এম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	১	১	৩৬৬০ লিটার
বুনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	১৬০ এ্যাম্পুল
মরফিন	০	০	২ এ্যাম্পুল
মোট	৪৮৫	৫৬২	

নিরোধ শিক্ষা ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্ত র মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চলসমূহ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে মাদকবিরোধী সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও নিরোধ শিক্ষামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে । নিম্নে জানুয়ারী মাসের মাদক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমেরএকটি হিসাব বিবরণী প্রকাশ করা হল ।

১.	মাদকবিরোধী পোষ্টার বিতরণ	৫৮০টি
২.	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	৩৮৪০টি
৩.	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১২৯০টি
৪.	মাদকবিরোধী পুস্তিকা বিতরণ	৩২০টি
৫.	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	২২টি
৬.	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেনী বক্তৃতা	১৮টি

ফেনসিডিলসহ আটককৃত দুই আসামী

পবিত্র ঈদুল আজহায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অনেক তরুণ আনন্দ উচ্ছ্বাস করতে গিয়ে অনেক সময় অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উদযাপন করে ধর্মে নিষিদ্ধ নানাবিধ পানাহারের মাধ্যমে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেবন করে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য। এ অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছিল বিশেষ তৎপর। পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে অবৈধ মাদক পাচার রোধের অংশ হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্পট গুলোতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া ঈদের দিনেও ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল নগরীতে বিশেষ অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নগরীর অভিজাত অঞ্চলসমূহের বিশেষ পয়েন্টগুলোকে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়

আড়াই মণ গাঁজাসহ বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার ৫

গত ১২ জানুয়ারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের বিশেষ টিম “অপরেশন ক্লিন স্পট ” এর আওতায় মাদকবিরোধী অভিযানে আড়াই মণ গাঁজাসহ বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য করে। ঘটনার দিন দুপুরে সূত্রাপুর থানাধীন ওয়াল্টার রোডের সুইপার কলোনিতে অভিযান চালিয়ে আড়াই মন গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয গাঁজা ব্যবসায়ী আওশী (৪০) কে। সে দীর্ঘদিন এলাকায় মাদক ব্যবসা পরিচালনা করছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে একই দিনে বেলা ১১ টার দিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন ও মোবাইল সেটসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এরা হলো সিকদার, মামুন ও সুমন। গ্রেফতারকৃত আসামীরা পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী।

গোপীবাগে ৪৯০ বোতল ফেনসিডিলসহ এক যুবক গ্রেফতার

ঢাকা মহানগর থেকে ফেনসিডিল নির্মুল করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অপারেশন ক্লিন স্পট নামে এক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় গত রমজান মাস থেকে রাজধানী ঢাকাতে অধিদপ্তরের অভিযানকারী দলগুলোর তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গত ১০ জানুয়ারী নগরীর গোপীবাগ রেলওয়ে সুইপার কলোনিতে অভিযান চালিয়ে ৪৯০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালকগণের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম সেখান থেকে ফেনসিডিলসহ মোখলেছুর রহমান প্রামাণিক (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে। সে এলাকার চিহ্নিত ফেনসিডিল ব্যবসায়ী বলে জানা যায়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন

জানুয়ারী মাসে ৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৮৭৯ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে আন্তঃবিভাগে ১৮৩ জন এবং বহিঃবিভাগে ৬৯৬ জন চিকিৎসা সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে জানুয়ারী মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

জানুয়ারী মাসে আন্তঃর্বিভাগ ও বহিঃর্বিভাগে সেবা প্রদত্ত রোগীর পরিসংখ্যান

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃর্বিভাগ	বহিঃর্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬৮	২৬২	৩৩০	১৩০	২০০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	১২	১২	৩	৯
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৮	২৩২	২৪০	১২২	১১৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৫৬	৬১	১১৭	২৯	৮৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিলা	৫১	১২৯	১৮০	১৪	১৬৬
মোট	১৮৩	৬৯৬	৮৭৯	২৯৮	৫৮১

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।